**রাঙ্গাবালী উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রাঙ্গাবালী, পটুয়াখালী, শনিবার, ১৩ ফাল্গুন ১৪১৮, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

            আসসালামু আলাইকুম।

রাঙ্গাবালী নতুন উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ফেব্রুয়ারি মাস। ১৯৫২ সালের এ মাসেই বাঙালি জাতি মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ২১ শে ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাই একুশ বাঙালি জাতির নবজাগরণের দিন। জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার দিন। বীরের জাতি হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত হওয়ার দিন। একুশ আমাদের চেতনা। আমাদের গৌরব। আমাদের অহঙ্কার।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সালাম, বরকত, রফিক, জববার, সফিউরসহ সকল ভাষা শহীদকে।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বার বার কারাবরণ করেছেন।

স্মরণ করছি, পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তমদ্দুন মজলিসের নেতৃবৃন্দ সহ সকল ভাষা সৈনিককে।

সুধিমন্ডলী,

জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমরা জনগণের ক্ষমতায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেই। আমাদের লক্ষ্য, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়েই স্থানীয় সরকার পরিচালিত হোক।

জাতির পিতার নেতৃত্বে প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধানেই এ লক্ষ্যে নির্দেশনা আছে।  সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করে। এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর আইনটিকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। ১২টি মন্ত্রণালয়ের উপজেলা পর্যায়ের ১৬টি দপ্তরকে পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে সময়মতো সকল সেবা পৌঁছে দিতে চাই। এ বিশাল কর্মযজ্ঞকে অধিক স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর করার জন্যই গ্রামাঞ্চলে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহরাঞ্চলে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। পৃথক পৃথক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এক-তৃতীয়াংশ নারী আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

এবার সরকারে এসে দুটো নতুন উপজেলা গঠন করেছি। এর একটি এই রাঙ্গাবালী। অপরটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয় নগর। এ দুটি নিয়ে দেশে মোট উপজেলার সংখ্যা ৪৮৪ টিতে উন্নীত হয়েছে। সকল সেবা জনগণের হাতে দ্রুততার সাথে পৌঁছে যাচ্ছে। জনগণ অধিক উপকৃত হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনগুলোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গত অর্থবছরে এক হাজার ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রায় ১২শ' কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আশ্রয়ন, ঘরে ফেরা কর্মসূচী, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পসহ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন সুবিধা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের তিন বছরে প্রায় ১২শ' কিলোমিটার উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক এবং ৬২২টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২ লাখ ১০ হাজার দুঃস্থ নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ১৩টি জেলায় নারী সহ ৮২ হাজার জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০০টি উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমরা চলতি অর্থবছরে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ৮৪টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। এতে ব্যয় হচ্ছে ২২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে ৮২টি কর্মসূচীতে ব্যয় হয়েছে ২০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। এ অর্থের প্রায় পুরোটাই গ্রামাঞ্চলে ব্যয় করা হয়েছে।

ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, জিআর, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ ভাতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষা বৃত্তি ও ভাতা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ওএমএস অব্যাহত আছে।

ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। শিক্ষার হার বাড়ছে। সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের জন্য কম্যুনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থা সচল করেছি। এর ফলে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। সামাজিক শান্তি নিশ্চিত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

এখন তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। গ্রামের জনগণও এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কৃষি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারছে। মোবাইল সেটে বাংলায় কি-প্যাড বাধ্যতামূলক করেছি। এখন বাংলায় এসএমএস লেখা ও পড়া যাবে। ৪৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। যেখান থেকে গ্রামের মানুষ প্রয়োজনীয় সব সেবাই নিতে পারছেন। জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদেরকেও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করছি। এজন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। ল্যাপটপ দিয়েছি। এভাবে পুরো সমাজটাকেই আমরা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবো।

গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমরা প্রতিটি উপজেলা, প্রতিটি ইউনিয়ন, প্রতিটি ওয়ার্ডকে একেকটি উন্নয়ন ইউনিটে পরিণত করতে চাই। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আসুন,সবাই মিলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, প্রযুক্তি-নির্ভর, আত্মনির্ভরশীল, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি।

সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...